101

ভোরের কাগজ

18 OCT 199[illegible]

পৃঃ ২ কলাম ৪

অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে সংঘর্ষ বিএম কলেজের অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত

বরিশাল থেকে সংবাদদাতা : পরীক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ফি বাবদ অনার্স পরীক্ষার্থীপিছু ৮৫ টাকা হিসাবে আদায় করা এগার লাখ টাকার বিলিবন্টন নিয়ে বরিশাল সরকারি বিএম কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে গত শুক্রবার বাকবিতণ্ডা, সংঘর্ষ ও অধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর হয়েছে। অধ্যক্ষ শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে অধ্যক্ষের কক্ষে শিক্ষক পরিষদের প্রতিনিধি ও পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়কসহ প্রভাবশালী শিক্ষকদের এক বৈঠক চলাকালে ঐ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।

ইতিপূর্বে পরীক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বাবদ বেসরকারি খাতে ছাত্রদের কাছ হতে আদায়কৃত টাকা কলেজ অধ্যক্ষ, পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত শিক্ষক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে ভাগাবাটোয়ারা হতো। কিন্তু এবারে শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিরা সাধারণ শিক্ষকদের জন্যও টাকার ভাগ দাবি করলে বৈঠকে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। পরে শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতি ও চেয়ার ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হয়। অধ্যক্ষের টেবিল ভাঙচুর এবং অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত হন। এ ঘটনার বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অধ্যক্ষকে পাওয়া যায়নি। শিক্ষক পরিষদ নেতৃবৃন্দসহ অন্য কয়েকজন শিক্ষক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তারা জানান, কলেজের বিভিন্নখাতে ও বিভাগের প্রতিবছর ছাত্রদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আদায় করা হলেও এ বিষয়ে কোনো হিসাবপত্র রক্ষণ বা অডিট হয় না। দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষক-কর্মচারীরা এ টাকা ভাগাবাটোয়ারা করে নেয়।

গতকাল বিকাল ৩টা হতে ৬টা পর্যন্ত রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক শেষে কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক, যুগ্মসম্পাদক এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সচিব এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, গত ১৬ অক্টোবর তারিখে পরীক্ষার পারিশ্রমিক নিয়ে পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক, শিক্ষক পরিষদের নেতা এবং সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। এ আলোচনার এক পর্যায়ে কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় এবং পরক্ষণেই বিষয়টির শান্তিপূর্ণ সমাধান ঘটে।